দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JAN. 26 1999 ...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম 2

বাংলাদেশী তালেবানদের সঙ্গে কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের দুর্ধর্ষ ক্যাডাররাও অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছে

মোয়াজ্জেমুল হক/কামালউদ্দিন পারভেজ

দেশের পঞ্চাশটিরও বেশি মাদ্রাসায় বাংলাদেশী তালেবানদের গত কয়েক বছরে অস্ত্র প্রশিক্ষণ ও আফগান স্টাইলে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটানোর দীক্ষা দেয়া হয়েছে ধর্মান্ধ শত শত যুবককে। এসব মাদ্রাসার অধিকাংশই কওমী মাদ্রাসা হিসাবে পরিচিত। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের দুর্ধর্ষ বেশ কিছু ক্যাডারও এসব তালেবানের সঙ্গে অস্ত্র প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অস্ত্রও কিনেছে। এ খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানায়, বাংলাদেশী তালেবান সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত সংগঠন হচ্ছে হরকত উল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ-এর সঙ্গে রয়েছে বিশ্বময় আলোচিত ওসামা বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। লাদেনের তিন প্রতিনিধি গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ সফর করেন। এই ৩ জনই বাংলাদেশী নাগরিক। এদের একজন হাবিবুল্লাহ বাহার।

তার বাড়ি বান্দরবানে। বাকি ২ জনের বাড়ি হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। গত সপ্তাহে বরেণ্য কবি শামসুর রাহমানকে হত্যা প্রচেষ্টা চালিয়ে হরকত উল জিহাদের ১০ সদস্য ধরা পড়ার পর তা দেশ জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। পুলিশসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাকে সরকার এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জরুরী নির্দেশ দিয়েছে।

হরকত উল জিহাদের ব্যানারে স্বঘোষিত বাংলাদেশী তালেবানদের খবর দৈনিক জনকণ্ঠে একাধিকবার শীর্ষ শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বিপরীতে সরকারী তৎপরতা জোরদার না থাকার কারণে তালেবানীদের কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটেছে দিনে দিনে।

সবশেষ খবর অনুযায়ী দেশের অর্ধশতাধিক কওমী মাদ্রাসায় তালেবানীদের গোপন তৎপরতা চলেছে জোরেশোরে। তালেবানীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রকাশিত হয় কমপক্ষে ৬টি ম্যাগাজিন। এগুলো হচ্ছে মাসিক জাগো মুজাহিদ, মাসিক আর রশিদ, আদর্শ নারী, দাওয়াতুল হক, বহমানী পয়গাম ও মুজাহিদ বার্তা। আর কওমী মাদ্রাসাগুলোর অবস্থান হচ্ছে চট্টগ্রাম, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, ঝালকাঠি, বান্দরবান, সিলেট, কিশোরগঞ্জ, কক্সবাজার, বগুড়া, ঝিনাইদহ প্রভৃতি জেলায়। কক্সবাজারের রামু ও উখিয়ার সন্নিহিত এবং বান্দরবানের গহীন অরণ্যে রয়েছে তালেবানদের অস্ত্র ঘাঁটি। মূলত উত্তর চট্টগ্রামের হাটহাজারী, ফটিকছড়ি, পটিয়ার বড় বড় কয়েকটি মাদ্রাসাকে ঘিরে তালেবানী তৎপরতা শুরু হয়। পরে তা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃতি ঘটে।

সূত্র জানায়, বাংলাদেশে একটি হিংসাত্মক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আলজিরিয়া, আরাকান, কাশ্মীর, আফগানিস্তান ও বসনিয়ায় যে সব বাংলাদেশী তালেবান যুদ্ধ করেছে এদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে এসে যুদ্ধের ভিডিও চিত্র ও অস্ত্র মজুদের বিশাল ভাণ্ডার দেখিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ তৎপরতা চালিয়েছে। চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজারের পাহাড়ী চূড়ায় জামেয়া উলুম মাদ্রাসাটি তালেবানীদের অন্যতম মিলন কেন্দ্র ও অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে দীর্ঘ কয়েক বছর অতিগোপনে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এ মাদ্রাসাটির ওপর নজর রেখেও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এছাড়া হাটহাজারীর ৪টি মাদ্রাসা ছিল ধর্মান্ধ যুবকদের মুজাহিদ হিসাবে অন্তর্ভুক্তির অন্যতম কেন্দ্র। এসব মুজাহিদ দেশে গোপন তৎপরতা ছাড়াও গোলযোগপূর্ণ বিভিন্ন মুসলিম দেশেও যাওয়া-আসা করেছে। অংশ নিয়েছে যুদ্ধে এবং নিহতও হয়েছে বেশ কিছু।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী চট্টগ্রামের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কিছু ক্যাডারও তালেবানদের সঙ্গে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এদের কেউ কেউ আবার অস্ত্র কিনে ফিরে এসেছে। কেউ কেউ তালেবানী দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশে আফগান স্টাইলে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটানোর চিন্তায় বিভোর।